কাব্যগ্রন্থ

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

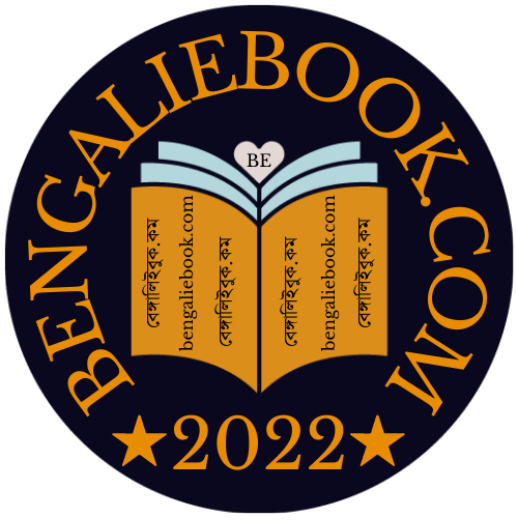

সূচিপত্র

অনির্দিষ্ট নায়িকা 4
অনুভব 5
অন্যপ্রাণ 5
অবিশ্বাস 6
আত্মকাহিনী 7
উপলব্ধি 8
এক ঘুমের পর 9
একজন মানুষের গল্প 10
একটি অনুভব 11
একা 12
কঠিন মিল 12
কবি 13
ক্ষণিকা 14
ঘর 14
চতুরের ভূমিকা 15

চতুর্দশপদী ১৬
চিরহরিৎ বৃক্ষ ১৭
ঝর্ণা-কে ১৮
ঝড় ১৮
তামসিক ১৯
তিনজন তরুণ কবি–একটি গ্রোটেস্ক্ ২০
তুমি ২২
দুই হৃদয় ২৩
দুপুর ২৩
নক্ষত্র ২৪
নেশা ২৫
পরমা ২৬
পাপ ২৬
পিপাসার ঋতু ২৭
প্রার্থনা ২৮
বিচ্ছেদ ২৯
বিবৃতি ৩০
বুকে যে ঝর্ণার উৎস ৩১

বৃষ্টির ইতিহাস ৩২
ব্যর্থ ৩২
মঞ্চ ৩৩
মিনতি ৩৫
যদি কোনোদিন ৩৬
রাত্রি ৩৬
শেষ প্রণয় ৩৭
সপত্নী ৩৮
সপ্তপদী এবং আরো এক লাইন ৩৯
সময় ৩৯
সমর্পণ ৪০
সমুদ্র এবং মধ্যবয়স ৪১
সহজ ৪২
সাপ ৪৩
স্বর্ণলতা ৪৪

অনির্দিষ্ট নায়িকা

ফিরে যাবো, শীত শেষে অবিশ্বাসী মরালের মতো
অন্ধকার শুভ্র হলে, ফিরে যাবো, হে সখি নিরালা,
উরসে চন্দন গন্ধ, বিন্দু বিন্দু রক্ত ইতস্তত
তোমার শিশির-স্বাদ মুখ আর দৃষ্টিপাত মালা–
ফেলে আমি চলে যাবো, নির্বাসনে, হে সখি নিরালা।

যৌবন আশ্রিত বুঝি দীর্ঘ ঋজুরাত্রির শরীরে ;
দিনের আলোয় তুমি, ভীরু প্রাণ পতঙ্গের মতো ।
আমাকে ডেকেছো তাই স্রোতস্বিনী তমসার তীরে
অসহিষ্ণু বাসনায় নিজেকে ঢেকেছো অবিরত !

দিনের আলোয় তুমি মৃত্যুমুখী পতঙ্গের মতো।

করুণ শয্যায় লগ্ন ঘন নীল তোমার বসন–
সমুদ্র, আকাশ কিংবা শৈশব-স্মৃতির মতো নীল,
তুলে নাও নতমুখে, লজ্জা ঢাকো, বিচ্ছেদের ক্ষণ
বিষাদের নীল শিখা চক্ষে জ্বলো, তারো সঙ্গে মিল

সমুদ্র আকাশ কিংবা শৈশব-স্মৃতির মতো নীল।

ফিরে যাবো সব ফেলে দুঃখে, সুখে, হে সখি নিরালা,
শরীরে স্পর্শের স্বাস মুছে নেবে দিবসের চোখ
জনারণ্য উপহার দেবে শুধু অতৃপ্তির জ্বালা
আবার উষসী এলে ফিরে পাবো বিচ্ছেদের শোক ।

চতুর্দিকে রবে শুধু দিবসের শত তীক্ষ্ণ চোখ ।

অনুভব

একসঙ্গে জেগে উঠি দু'জনেই, হে সবিতৃদেব,
দেখা হয় নিরালায় আমার ছাতের একলা ঘরে
নানা কথা বলি আমরা, দুঃখ সুখ অজস্র হিসেব,
আকাশের ঘন-নীল চোখে মুখে গায়ে মাখি দুই হাত ভরে
ছড়াই, জমিয়ে রাখি, বুকের মধ্যেও একটু নীল
সঙ্গোপনে রাখা থাকে-দুজনের এইটুকু মিল ।

এইবার যেতে হবে দুজনের, দু'মুখো সংসারে
কোথায় সায়াহ্ন আছে, তুমি তাকে খুঁজবে ঘুরে ফিরে
কুন্তলে লুকিয়ে আলো, সে যখন আসবে অন্ধকারে
তুমি চলে যাবে দুরে ; কোথায় ? হয়তো অন্য নীলের গভীরে ।

আমিও একলা ঘুরি পথে পথে, দিবালোকে দুই চক্ষু বুজে
বুকের জমানো নীল কাকে দেবো যেন তাই খুঁজি ।

অন্যপ্রাণ

দিনান্তের ফেরা পথে কোনোদিন দৈবাৎ কখনো
যদিবা পথের মোড়ে চোখ ফেলে থমকে দাঁড়াই
অনেক দৃশ্যের ফাঁকে অকস্মাৎ হয়তো বা কোনো
ভিখারী ছেলের মৃত্যু বুকে বিধে নিজেকে হারাই।

ঘন কালো রক্ত মাখা, সাক্ষ্যহীন বিকৃত শরীরে
চক্ষুকে যন্ত্রণা দেয় পথচারী যায় পিঠ ফিরে ।
সেখানেও থামবো না অনন্ত কালের বাঁধা ঋণে
ক্ষণকাল চক্ষু বুজে চলে যাবো পদক্ষেপ গুনে।

কেননা নিজেকে আমি সঁপেছিকালের অঙ্গীকারে
দু'হাতে রেখেছি বাঁধা-সাংসারিক বঞ্চনার দায়ে
নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছি জীবিকার নির্মম শিকারে
ক্ষণিক বিরুদ্ধ-যুদ্ধে পরাজয়-চিহ্ন সারা গায়ে ।
তবু কোনো দুঃখ নেই, তুচ্ছ সব আনন্দ বেদনা
উন্মুখ হৃদয়ে আছি কাকে যেন দিতে অভ্যর্থনা।
এক মৃত্যু পার হলে, আরো বহু মৃত্যুর শিয়রে
বাঁচার আশ্চর্য তৃষ্ণা জেগে উঠবে নিশীথ প্রহরে।

ভিখারী ছেলের মৃত্যু ক্ষণতরে যদি বেঁধে বুকে
তাও ফেলে চলে যাবো দ্বিধাহীন বাঁচার সম্মুখে ।

অবিশ্বাস

যদিও জীবনে অনেক মাধুরী করেছি হরণ
কৃপণ আঙুলে খুঁজেছি বাঁচার অনেক অর্থ
বারে বারে তবু অবুঝের মতো বলে ওঠে মন
ব্যর্থ ব্যর্থ ।

কঠিন সময় তুচ্ছ করেছি হারিয়ে ছড়িয়ে
অহঙ্কারকে অবহেলা ভরে করেছি চুর্ণ

অন্ধ বাসনা, ভয় ফিরিয়েছি দুই হাত দিয়ে
খুশির খেয়ালে স্মৃতির মীনে করেছি। পূর্ণ।

হরিণের ভীরু চোখের মতন স্নিগ্ধ সকাল
কখনো আমার হৃদয়ে আঁকেনি কোনো প্রতিভাস
কখনো দেখিনি ঘুচিয়ে চোখের আলোর আড়াল
দুঃখীজয়ীর ললাটের মতো অসীম আকাশ ।

কত শতবার স্মরণ করেছে এই যৌবন
ভেদাভেদ নেই জলের রেখায় নারীর চিত্তে
তবু কেন আজ অবুঝের মতো বলে ওঠে মন
মিথ্যে, মিথ্যে ?

আত্মকাহিনী

রোজ সকালেই শুয়ে শুয়ে ভাবি উঠি কিনা উঠি
সামনে টেবিলে চায়ের পেয়ালা সেঁকা পাউরুটি ।
সতেজ কাগজে পরিচিত হ্রাণ, চেনা সংবাদ
বন্যা, মন্ত্রী, শান্তির বাণী, শরিকি বিবাদ ।
জানালার পাশে এই সংসার দিল তার ডাক
থাক আলস্য, এবার তা'হলে উঠে পড়া যাক ।

গত রাত্রিকে বিছানায় ফেলে বাইরে এলাম
চোখে মুখে গায়ে পৃথিবী লিখলো সূর্যের নাম
সে নাম থাকবে সারাদিন ধরে চিহ্নের মতো
যেন আমি এই জীবিকার পথে ঘুরি ক্রমাগত ।

চোখের আড়ালে এসে চলে যায় বিষ শরৎ
যাকে চাই তাকে ভুলে গিয়ে শুধু খুঁজে ফিরি পথ ।

দিনের যুদ্ধে সমস্ত আশা নিঃশেষ হলে
রাত্রি তখন প্রেয়সীর মতো আভরণ খোলে ।
তার রূপ যেন মৃত্যুর মতো স্নান মনে হয়
সঁপে দিই তাকে নিজের ব্যর্থ ক্লান্ত হৃদয় ।
শুধু মনে মনে প্রার্থনা করি আস্ফুট স্বরে
নতুন দৃশ্য ঘুম ভেঙে ফেন দেখি কাল ভোরে ।

উপলব্ধি

খুচরো পয়সা গুনে নিয়ে পেঁয়াজ রসুন
বেচে উঠলো এনামালি, গত হাটে আর বুধবারে
দু'টাকার মার গেছে, আজ শোধ নেবে চতুর্গুণ
গঞ্জের বাজারে তারা সুর্মা চোখে আছে সারে সারে ।

লণ্ঠন নেভাও বিবি, বন্ধ রাখো সোহাগের বুলি
না হয় বেশীই পাবে, আরো এক চকচকে আধুলি
ভোর রাত্রে ধরা চাই সতীশের ঘরে ফেরা নাও
থাক আজ কালীমার্কা, এক ফুঁয়ে লণ্ঠন নেভাও ।

আধুলির চেয়ে আরো চকচকে তীব্র জ্যোৎস্নার
আলো এসে ঘরে পড়লো, হঠাৎ দেখলো এনামালি
অজস্র দোকানপাট বসে গ্রেছে যেন সারে সার
লোকজন ভরা হাট শুধু তার স্থানটুকু খালি ।

বিবির শরীরে দেখলে ভয়ঙ্করী পদ্মা যেন দিগন্ত উধাও
মনে হলো এতক্ষণে ছেড়ে গেছে সতীশের ঘরে ফেরা নাও ।

এক ঘুমের পর

সমস্ত আকাশ থেকে রাত্রি আর বৃষ্টি ঝরে পড়ে

নীলকান্ত অন্ধকারে নিশ্বাসের সঙ্গী এই ঘরে
হাত দিয়ে স্পর্শ করি তুষারের স্তূপ এক নারী
অকুল কুন্তল পাশ-মেলে দিয়ে ক্লান্তির সাগরে
তুমিও আকাশ বুঝি, অন্ধকার, বর্ষণ-সঞ্চারী?

মধ্যরাত্রে মাতালের মতো ঘোরে দুরন্ত বাতাস
স্খলিত গানের মতো ঠিকরে ওঠে রাতপাখির ডাক
শিয়রের পাশে যেন জেগে বসে আছে সর্বনাশ
অনুগত মার্জারের মতো নীল চোখ স্তব্ধ-বাক ।

তোমার শরীরে ঘুম তুষারের স্তুপের মতন
গলে যাওয়া মূর্তিমতী জীবনের শান্তির নির্ঝরে
বুক থেকে একটি শুভ্র সূর্যমুখী করে সমর্পণ
আমাকে বাঁচাও তুমি হত্যাকারী অন্ধকার ঘরে ।

সমস্ত আকাশ থেকে রাত্রি আর বৃষ্টি ঝরে পড়ে।

একজন মানুষের গল্প

নায়ক শহরে কোনো এক মসীপণ্য
দিনের প্রকৃতি মুছে গেছে তার চোখে
সেই অভিমানে সেও মিলে গেল পথে অগণ্য লোকে
অকৃপণ হাতে সময় ছড়ালো তার ;

সংসার তাকে করেছে ছিন্ন ভিন্ন
তীব্র নখরে চিহ্ন এঁকেছে দেহে
সোনার প্রভাত কোনোদিনও তাকে দেখলে না সস্নেহে
তাই সে দু'চোখে ছবি আঁকে সন্ধ্যার ।

পাখিও তো নয়, সন্ধ্যায় পাবে মুক্তি
খড়কুটো আর উষ্ণ বুকের নীড়ে,
অরণ্য নয় লুকোবে নিজেকে, চেনা মানুষের ভিড়ে
তৃণের মতন ভাসে সময়ের স্রোতে !

দিনের আলোকে জমে জীবনের মুক্তি
ক'জন মানুষ পায় তার সন্ধান ?
তবু অনেকেই খুঁজে খুঁজে করে জীবন ছাত্রাখান
কেউ যায় দূরে সাগরে বা পর্বতে ।

আমার নায়ক চায়নি বাঁচার দ্বন্দ্ব
ছোট সুখ থেকে ঐশ্বর্যের আশা,
মহাকাব্যের নায়কের মতো কেড়ে নিয়ে ভালোবাসা
বাঁচতে চায়নি সে কখনও মনে মনে ।

সে শুধু চেয়েছে পরিচিত কোনো ছন্দ
লিরিকের মতো চেনা শব্দের সুর
রাত্রে যখন বাড়িতে ফিরবে মনে হবে বহু দূর
নিজের সঙ্গে দেখা হবে নির্জনে ।

তখন সে পাবে অচেনা দিঘির মৌন
হৃদয় গভীর অবসরে সমতল
হয়তো শুনবে নিজের রক্তে রাত্রির চলাচল
আঁধার সাগরে কখনও ডাকবে বান ।

মেলাবে দুঃখ, মুখ্য কিংবা গৌণ
শিমুল শাখায় প্রতীক বাসনা ঝড়ে–
বৃষ্টিতে আর হাওয়ার দাপটে ফুটবে নানান স্তরে,
কোনো কুমারীর শরীর করবে পান।

একটি অনুভব

পায়ের কাছে এই বিশাল বাধাহীন সমুদ্র
মাথারও অধিতটে আকাশ নীলে নীল সমুদ্র
একদা কার বুক আমার মনে হত সমুদ্র ?

এখানে এ সাগর চোখের পরপারে অন্তহীন
একদা কার প্রেম আমার চোখে ছিল অন্তহীন
দু'বাহু বন্ধনে পেয়েও মনে হত অন্তহীন ?

একা

একা গৃহকোণে আছি, তোমরাও এসো কয়েকজন
অন্ধকার চিন্তাকুণ্ডে পাছড়িয়ে বসো হে আরামে
কয়েকটি উজ্জ্বল স্মৃতি সময়কে করি সমর্পণ
অনন্তের হাত থেকে কিছুক্ষণ অনিত্যের নামে ।

কাল রাত্রে ঘুম হয়নি, একা এক দ্বিতীয় জগতে
বৃষ্টিহীন, নিষ্পাদপ, আদিগন্ত রুক্ষ তপ্ত বালি
পায়ে ঠেলে ঠেলে হেঁটে নিজের বানানো সরু পথে
ভেবেছি নিজেরই ছায়া সত্যি নয় নিষ্ঠুর হেঁয়ালি ;
জীবন বা মৃত্যুও নয়, সে এক অদ্ভুতভাবে বাঁচা
চোখে জ্বলছে তীক্ষ রোদ, মগজে রাত্রির কারুকাজ
বাঁচার একটাই চিন্তা তবু তার নানান আগাছা
জড়ায় প্রাণের কেন্দ্র সঙ্গী সাখী আত্মীয় সমাজ ।

স্বস্তিহীন এই রাত্রি,-তোমরাও এসো কয়েকজন
(তোমাদেরও ভিন্ন ভিন্ন দ্বিতীয় জগৎ ঘিরে সূর্যের মণ্ডলী)
এখানে চিন্তার কুণ্ডে-ভুলে যাই অসহ নির্জন
কিছুক্ষণ পা ছড়িয়ে এসো হে স্মৃতির কথা বলি ।

কঠিন মিল

ধু ধু করা এক মাঠের মধ্যে একলা গাছের মতো
ধুলোর ঝাপট রোদের ভ্রূকুটি স'য়ে স'য়ে অবিরত

বৃষ্টি বাদন ঝড়ে
শিকড়ে শিকড়ে বাঁচার সাহস
শাখার শাখায় দুঃখ অবশ
বাঁচতে চায় সে একলা বাঁচার প্রেম নিয়ে অন্তরে !

এ কেমন সাধ! আলোর বৃত্তে বিলাসী পোকার মতো
তাকে চেয়ে আমি সারাটা জীবন ঘুরেছি যে ক্রমাগত
শোনো তবে আমি বলি :
আমিই রোদ ও ধুলোর সমাজে
এসেছি বীজ বৃষ্টির সাজে
আমিই ঢেকেছি তোমার আকাশ, তারাদের দীপাবলী

এমনকি আমি তোমারই দু'চোখে প্রতিরোধ হয়ে জ্বলি ।

কবি

তার কোনো দুঃখ নেই, সে তো সব সুখেরও অতীত
তার চক্ষে আলো জ্বলে, সে আলোর বর্ণ নেই কোনো
তার বুকে এত ঘুম, ছুঁয়ে দেখি, সে তো নয় মৃত
যন্ত্রণার আভা দিয়ে তার মুখ আগুনে সাজানো ।

তার কোনো দুঃখ নেই, সুখ নেই, শুধু এ জীবনে
দুরাশ্চর্য তপস্যায় গেঁথে যায় মুহূর্তের মালা
দিনের উজ্জ্বল ফুল, অন্তরের অন্তহীন বনে
রেখে যায় গন্ধে স্পর্শে অসহিষ্ণু যৌবনের জ্বালা ।

ক্ষণিকা

এপ্রিলের কৃষ্ণচুড়া অহঙ্কারে ব্যাপ্ত করে দিক ;
ঝরে যাবে, মনে মনে বলি আমি, ঝরে যাবে ঠিক,
শীতের নির্মম হাত ছিড়ে নেবে স্পধার নিশান ;
যে আকাশ নীলে নীলে মনে হয় যেন অফুরান
সেও শূন্য হবে, ক্লান্ত মেঘ এসে মুছে দেবে সীমা, ।
কালের কুটিল স্রোতে ভেসে যাবে কালের প্রতিমা ।

তোমাকে লিখেছি চিঠি কালের প্রতিমা নামে ডেকে
সেই চিঠি ছিড়ে ফেলো, ঘন অন্ধকারে মুখ ঢেকে
নিজেকে গোপন করো, মিথ্যে হোক পূর্বপরিচয় ;
ঝরে যাবে মুছে যাবে, এর চেয়ে পরম বিস্ময়-
যখন একান্তে ডাকি চুপে চুপে তোমাকে, ক্ষণিকা,
তখনও অমান থাকে চিরন্তন বাসনার শিখা !

ঘর

পাহাড় সমুদ্র আর অরণ্যের স্তব লিখে লিখে
ক্লান্ত এক কবি আজ ঘুমিয়েছে একলা ছোট ঘরে,
যখন সে জেগেছিল, ছোট ছোট ঘর ভর্তি এই পৃথিবীকে
উদার প্রশস্ত চোখে চেয়েছিল বাসনার স্তরে।

কৈশোরে অম্লান এক শ্বেতপদ্ম ছিল তার বুকে ।
প্রসন্ন রৌদ্রের আলো টলোমলো স্বচ্ছ সরোবর

এবং উদাস, নীল, আকাশের পরিপূর্ণ সুখে
মুগ্ধতার নানাবর্ণ চিত্রশিল্পে ভরেছে অন্তর ।

জীবন বিশাল করো, হে আকাশ, পথে পথে ঘুরে
এখন সে বলে উঠলো, সত্যকার জীবনের মুখোমুখি এসে
লক্ষ বাহু তুলে ধরো, হে অরণ্য, অসহিষ্ণু যৌবনের সুরে
কোথায় এসেছি আমি-অসহ্য এ স্পন্দহীন দেশে।

দিবাস্বপ্নে সব ছিল, সমুদ্র আকাশ মাঠ বন
তবু তার দিন ভরলো সঙ্কীর্ণের নানান আঘাতে ।
কাচের জানালার পাশে পাখির মতন তার মন
শ্বেতপদ্ম খুঁজতে এল কোন এক যুবতীর হাতে ।

এখন নিতান্ত ক্লান্ত যুবকটি ঘুমিয়েছে একা ;
স্বপ্ন নেই আকাশের, তৃপ্তি নেই পাহাড়ে সাগরে ।
পরাজিত মহত্বের সঙ্গে হবে অন্য চোখে দেখা ;
দ্বিতীয় পৃথিবী এক প্রতীক্ষায় বসে আছে তারই ছোট ঘরে।

চতুরের ভূমিকা

কিছু উপমার ফুল নিতে হবে নিরুপমা দেবী
যদিও নামের মধ্যে বেখেছেন আসল উপমা
ক্ষণিক প্রশ্রয়-তুষ্টি চায় আজ সামান্য এ কবি,
রবীন্দ্রনাথেরও আপনি চপলতা করেছেন ক্ষমা।

যদিও প্রত্যহ আসে অগণিত সুঠাম যুবক
নানা উপহার আনে সময় সাগর থেকে তুলে

আমি তো আনি নি কিছু চম্পা কিংবা কুর্চি কুরুবক
সাজাতে চেয়েছি শুধু স্পর্শহীন উপমার ফুলে।

আকাশে অনেক সজ্জা, তবু স্থির আকাশের নীল
সামান্য এ সত্যটুকু, শোনাতে চেয়েছি আপনাকে
শব্দ আর অলঙ্কারে খুঁজে খুঁজে জীবনের মিল
দেখিছি সমস্ত সাধ অন্য এক বুকে সুপ্ত থাকে।
আশা করি এতক্ষণে এঁকেছি আমার পটভূমি।
যদি অনুমতি হয় আজ থেকে শুরু হোক, তুমি।।

চতুর্দশপদী

সুনিশ্চিত সর্বনাশে চিরকাল যুবকের নেশা
এই সত্য জেনে তুমি সুকুমার মৃণাল-শরীরে
ফোটালে বিষাক্ত পদ্ম ছদ্মবেশী মাধুর্যেতে মেশা
অনায়াসলভ্যমণি রেখে দিলে দুর্গ দিয়ে ঘিরে।
হিংস্র অন্ধকারে ভরা অরণ্যের মতো চুল খুলে
পৌরাণিক রূপসীর মতো তুমি মায়াবী-আলোকে
এ জন্মের স্বচ্ছ জ্ঞান লুকালে জঙ্ঘায়, যোনিমূলে
ভয়ঙ্কর, মনোলোভা সমুদ্র সাজালে দুই চোখে ।

অনিশ্চিত সর্বনাশে চিরকাল যুবকের নেশা
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ভারে, তোমার সে সমুদ্রের বুকে
অতল অতলে ডুবে, হারিয়েছে তৃপ্তির অন্বেষা
ছদ্মবেশী বিষাপদ্ম দুই হাতে স্পর্শ করে সুখে ।
তোমাকে ছাড়িয়ে দূরে, হারিয়েছে আকাঙক্ষা অকূলে

জীবনের নীলকান্তমণিটিকে বুক থেকে তুলে ।

চিরহরিৎ বৃক্ষ

শ্মশানে পিতৃপুরুষের কঙ্কাল, তার ফাঁকে ফাঁকে শিরশির
করে বয়ে যাচ্ছে বাতাস ।
আমার সাধ ছিল সেই বাতাসের ভাষা শুনি ।

একদিন তাই অন্ধকার নদীর কিনারায় নিভে আসা
চিতাকুণ্ডের পাশে শুয়েছিলাম আমি, জীবন্ত ।

কোথা থেকে পাখার শনশন শব্দ করে একটা বিশাল
বাজ পাখি উড়ে এসে বসলে আমার শরীরে ।
যে মেয়েটিকে কাল আমি স্বামীগৃহে যেতে দিয়ে এসেছি তার
দৃষ্টির মতো তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে সারারাত সেই ভয়ঙ্কর পাখি
ছিন্নভিন্ন করে খেলো আমার শরীর, আমার চোখে মুখে বাহুতে
ক্ষত, আমার রক্তে মিশলো রাত্রির শিশির।
আমার প্রাণটাকে বার করে এনে কি ভেবে অবহেলায়
আবার মৃতদেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল সে ;
নিজের মৃতদেহে ভর করে আবার আমি জেগে উঠলাম ।

তাই প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে পিতৃগৃহে আসা রমণীটি
আমাকে আর চিনবে না। আমি ঘুরবো ফিরবো গোপন
করে আমার শরীর থেকে শবের গন্ধ । আর মাঝে মাঝে
স্বপ্ন দেখবো সেই শ্মশানের পাশে এক আশ্চর্য
চিরহরিৎ বৃক্ষ–তার পাতা ঝরে না, তার মৃত্যু হয় না,

বাতাসের ভ্রান্তিহীন শব্দে ডাক দেয়, এসো, এসো, পাখির মতো
বাসা বাঁধো আমার আশ্রয়ে । সে আমার জন্মের
আগেও বেঁচে ছিল-আমার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকবে।

ঝর্ণা-কে

সেই যে এক বাউল ছিল সংক্রান্তির মেলায়
গানের তোড়ে দম বাধলো গলায়
হারানো তার গানের পিছে হারালো তার প্রাণ,
আহা, ভুলে গেলাম কি যেন তার গান !

প্রাণ দিয়েছে দেয়নি তার হাসি
গানের মতো প্রাণ ছেড়েছে খাঁচা ।
সেই যে তার মরণাহত হাসি
ঝর্ণা, জানো, তারই নাম তো বাঁচা ।

ঝড়

কোথায় নামলে ঝড়-এখানে আকাশে
মেঘ-ছোঁয়া পাখি এক ভয় পেয়ে নীড়ে ফিরে আসে ।

অথচ এখানে মেঘ কুমারীর মুখের মতন
অস্ফুট লাবণ্যময়, শান্ত নীল রৌদ্রে ভেজা বন,
ঝড়ের আভাস নেই, তবু সেই মেঘ-ছোঁয়া পাখি
ডানায় বিদ্যুৎ এনে ফিরে এসে কুলায় একাকী

প্রতীক্ষার তীক্ষ্ণ চোখে চায় যেন হোক এবার শুরু
বুকে তার গুরুগুরু, ঠিক সেই ঝড়েরই ডমরু !

কোথায় নামলো ঝড়, অথচ এখানে
গতির উন্মাদ ঢেউ অকস্মাৎ ছোঁয়া লাগে প্রাণে ।
আমি তো এখানে আছি, প্রত্যহের নিষ্ঠুর নিয়মে–
সব কিছু শেষ করে ফিরে আসি আবার প্রথমে,
অতীত স্মরণ করি, ভবিষ্যের ভয়ে চোখ বুজে
মুহূর্তের যত ঋণ যাত্রাপথে যাই খুঁজে খুঁজে ।

তবুও কখনো কোন দূরাগত ঝড়ের আহ্বান
মৃত্তিকা শৃঙ্খল ছিড়ে কাঁপায় পাখির মতো প্রাণ।

তামসিক

পায়ের নিচে শুকনো বালি একটু খুঁড়লে জল
গভীরে যাও গভীরে যাও বুকের হলাহল
আলো চায় না, হাওয়া চায় না, স্তব্ধতার সুখ
দেখ জ্বলছে আকাশ ভরে, তবু ফেরাও মুখ
গভীরে যাও গভীরে যাও দু হাতে ধরে আঁধার
পায়ের নিচে বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।

মৌমাছির চাক ভেঙেছি, আমার চোখে মুখে
উড়ে বসলো কয়েক হাজার, সমস্ত বিষ বুকে
জমছে এসে, জ্বলে উঠলো অসীম মরুভূমি
হা-হা শব্দে বালি পুড়ছে, যদি পারতে তুমি

ছড়িয়ে দিতে বুকের বিষ আশিরপদনখে
আমি যেতাম সমুদ্রতীর, ঝলসে উঠতো চোখে
তীব্র নীল বাঁচার স্বাদ,-অন্ধকার জলে
আমি হয়তো ডুবে যেতাম আলোর কৌতুহলে।

এ কি অবাধ হাওয়া বইছে বাসনা চঞ্চল
আলো চাইনি, হাওয়া চাইনি, বুকের হলাহল
নিচে টানছে অন্ধকারে, চোখ ঢাকছে আঁধার
হয়তো শুকনো বালি খুঁড়লে অতল পারাবার ।

তিনজন তরুণ কবি—একটি গ্রোটেস্ক্

কিছু পথ হেঁটে তারা তিনজনে সন্ধ্যার আঁধারে
মাছের চোখের মতো ম্লান রেস্তোরাঁয় বসলো এসে
চোখে চোখে অনির্দিষ্ট চিন্তা এসে ঘুরলো বারেবারে
যেন তারা কথা বলবে হাওয়ার নির্দেশে ।

একজন ঈষৎ স্থূল, রুক্ষ চুল, দীঘকির গ্রীবা
অন্য দুটি শীর্ণকায়, দীপ্ত-চক্ষু, উত্তর-পঁচিশ
এরা সব এ যুগের হুলস্থূল দানবী প্রতিভা
আপন রক্তের সঙ্গে মিশিয়েছে সময়ের বিষ।

তিনটে কুটিল পোকা মগজের মধ্যে ঘুরে ফিরে
পাক খাচ্ছে, আর এক নামহীন ভয়ঙ্করী নদী
পাড় ভাঙছে অবিরাম-টানতে চাইছে অতল গভীরে,
তিনজন দাঁড়িয়ে আছে তার তীরে জন্ম থেকে যৌবন অবধি-

কিংবা তিনজনই হয়তো তিনটি নদী দেখছে মনে মনে
চোখের পাতার নিচে কয়েকটা পাখি ঘুরছে অজানা উৎসাহে
একদিন আমাকে টানবে এই নদী-কখন নির্জনে,
যদিও আপাত চিন্তা কফি কিংবা চায়ে ।

শুনেছ হে এ মাসের-অবিকল পাড় ভাঙা নদীর মতন
কণ্ঠস্বরে,-শুরু হলো অকস্মাৎ মিষ্টিকটু সাহিত্য-কাহিনী
প্রচণ্ড প্রহার খেলো টেবিলটা—একসঙ্গে তারা তিনজন
সপ্ সপ্ চা খেলো, আর একজন তো নিলই না চিনি !

এ হেন সময় এক যুবতীকে বাহুতে জড়িয়ে ভাগ্যবান
আর একটি যুবক ঢুকলো, হেঁকে উঠলো, এই যে অমুক !
তুমিও আছো হে দেখছি-তুমিও যে, তিনজনেই বুঝি একপ্রাণ
আনন্দে কাটাচ্ছে সন্ধে ! ঘামের ফোঁটার মতো তরলিত সুখ

যুবকের ভ্রূ থেকে ঝরছে-শব্দ করে গেলো দুরের ক্যাবিনে
কি কথায় হেসে উঠলো একসঙ্গে-সরু মোটা দুটি কণ্ঠস্বর,
মনে হল মেঘ ডাকছে অবিশ্রান্ত বাদলের দিনে
অনেক এগুচ্ছে নদী, টান দিচ্ছে পার্শ্ববতী ঘর ।

টেবিলে কনুই রেখে মুখোমুখি বসে রইলো তারা
শীতের হাওয়ার মতো রক্তে যেন অসহ নির্জন ।
মাঝে মাঝে টুকরো হাসি, শুনতে পাচ্ছে টুকরো কথা, অস্পষ্ট ইশারা
ঠাণ্ডা পেয়ালার মতো পড়ে রইলো সেই তিনজন ।

তুমি

আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে
তোমার দু'চোখে তবু ভূরুতার হিম।
রাত্রিময় আকাশের মিলনান্ত নীলে
ছোট এই পৃথিবীকে করোছো অসীম।

বেদনা মাধুর্যে গড়া তোমার শরীর
অনুভবে মনে হয় এখনও চিনি না
তুমিই প্রতীক বুঝি এই পৃথিবীর
আবার কখনও ভাবি অপার্থিব কিনা।

সারাদিন পৃথিবীকে সূর্যের মতন
দুপুর-দগ্ধ পায়ে করি পরিক্রমা,
তারপর সায়াহ্নের মতো বিস্মরণ-
জীবনকে সি'র জানি তুমি দেবে ক্ষমা।

তোমার শরীরে তুমি গেঁথে রাখো গান
রাত্রিকে করেছো তাই ঝঙ্কার মুখর
তোমার সান্নিধ্যের অপরূপ ঘ্রাণ
অজান্তে জীবনে রাখে জয়ের স্বাক্ষর।

যা কিছু বলেছি আমি মধুর অস্পূটে
অসি'র অবগাহনে তোমারি আলোকে
দিয়েছো উত্তর তার নব-পত্রপুটে
বুদ্ধের মূর্তির মতো শান্ত দুই চোখে।।

দুই হৃদয়

আমার জনৈক বন্ধু, কাল রাত্রে কি দঃখে কি জানি
বিষ খেয়ে শুয়েছিল ; টেলিফোনে সে খবর শুনে
দেখতে গেলাম তার শেষ স্মৃতিচিত্র মুখখানি
মনে হল, নিজেকে সে সঁপেছিল বাঁচার আগুনে ।

দু'চোখে কিসের ক্ষুধা, যেন এক বিষন্ন নাবিক
সুদূর সমুদ্রপথে সামান্য তৃণের মতো একা
প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে, অন্ধ চোখে ভুল করে দিক
চলেছে আর এক রাজ্যে, যে রাজত্ব এখনো অদেখা ।

ফিরে আসি নত মুখে, আমার নিভৃত ছোট ঘরে-
কি এক অদৃশ্য ভয়ে বারেবারে কেঁপে ওঠে বুক
নিজেকে সত্ত্বনা দিই, নির্জন হাওয়ার মতো স্বরে :
আমি তো প্রতিষ্ঠ আছি, স্থির, দূরলক্ষ্যে উন্মুখ ।

কৃপণের মতো আমি ধরে আছি। এই পৃথিবীকে
মুহূর্তের নানারূপ সৃষ্টি করি নিপুণ স্থপতি।
আমি তো এখনো ভাবি এ জীবন উদ্ভাসিত হবে দিকে দিকে
সমুদ্র আকাশ হবে, তৃণ হবে মহাবিনস্পতি ।

দুপুর

রৌদ্রে এসে দাঁড়িয়েছে রৌদ্রের প্রতিমা
এ যেন আলোরই শস্য, দুপুরের অস্থির কুহক

অলিন্দে দাঁড়ানো মূর্তি ঢেকে দিল দু'চক্ষুর সীমা
পথ চলতে থম্‌কে গেলো অপ্রতিভ অসংখ্য যুবক।
ভিজে চুল খুলেছে সে সুকুমার, উদাস আঙুলে
স্তনের বৃন্তের কাছে উদ্বেলিত গ্রীষ্মের বাতাস
কি যেন দেখলো মিলে এক সঙ্গে নিল দীর্ঘশ্বাস।

একজন যুবক শুধু দূর থেকে হেঁটে এসে ক্লান্ত রুক্ষ দেহে
সিগারেট ঠোঁটে চেপে শব্দ করে বারুদ পোড়ালো
সম্বল সামান্য মুদ্রা করতলে গুণে গুণে দেখলো সস্নেহে
এ মাসেই চাকবি হবে, হেসে উঠলো, চোখে পড়লো
অলিন্দের আলো।
এর চেয়ে রাত্রি ভালো, নির্লিপ্তের মতো চেয়ে বললো মনে মনে
কিছুদূর হেঁটে গিয়ে শেষবার ফিরে দেখলো তাকে
রোদ্দুর লেগেছে তার ঢেকে রাখা যৌবনের প্রতি কোণে কোণে
এ যেন নদীর মতো, নতুন দৃশ্যের শোভা প্রতি বাঁকে বাঁকে।
এর চেয়ে রাত্রি ভালো, যুবকটি মনে মনে বললো বারবার
রোদ্দুর মহৎ করে মন, আমি চাই শুধু ক্লান্ত অন্ধকার।।

নক্ষত্র

হে আকাশ তুমি আজ বলো
আমার শৈশবে ছিল কোন দূর নক্ষত্রের আলো ।
যে আলো মৃত্যুর মতো সব দিকচিহ্ন মুছে ফেলে
আমাকে কালের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে। অবহেলে ।

তুমি কত ডাক দাও, আমি অন্ধ নির্বোধের মতো

সেই ডাক ভুলে গিয়ে নিজেকেই খুঁজি ক্রমাগত ।
কালের উজানগঙ্গা সমুদ্রের মৌনে এসে মেশে
সোনার শৈশব ছেড়ে যৌবনের অগ্নিময় দেশে ।

হে আকাশ, আজ তুমি বলো
আমার শৈশবে ছিল কোন দূর নক্ষত্রের আলো।
আবার যেন সে আসে মৃত্যুর মতন যেন আবার নিভৃতে
বসন্ত-উল্লাস থেকে আমাকে সে নিয়ে যায় হিমগর্ভ শীতে

নেশা

স্বপ্ন থেকে মুক্তি নেই–শীতের সাপের মতো ঘুমন্ত হৃদয়
গভীর গভীরতর অন্ধকারে, পৃথিবীর একনিষ্ঠ আদিম নেশায়
মগ্ন হয়, ব্যাপ্ত হয় ; স্বপ্নের কুহকে বন্দী কঠিন সময়
আপন পূর্ণতা খোঁজে–লোভী, নীচ, বাসনার ব্যর্থ অন্বেষায় ।

যে শান্ত নদীর কূলে একদা জন্মেছি আমি আনন্দের ঘরে
সেই নদী বন্যা-বেগে আমাকে ভাসাতে চায় দূরের সাগরে ।
যে পারিপার্শ্বিকে আমি অবিচ্ছেদ্য সূর্য আর পৃথিবীর মতো
তার প্রতি ঘৃণা আনে স্বপ্নের সর্বঘ্ন মোহ–হানে ক্রমাগত ।

সুখ চাই তীব্র সুখ তার চেয়ে দুঃখ চাই আরো তীব্রতর
দুঃখের বিলাসে আমি অতৃপ্তির তীব্র সুরা চাই পাত্র ভরা
যা পেয়েছি সব মিথ্যে–যা কিছু পাবার ছিল তারও চেয়ে বড়
দুবাহু বন্ধনে যাকে ধরে রাখি, মনে হয় আজও সে অধরা ।

স্বপ্ন থেকে মুক্তি নেই–বন্দী হয়ে আছি সেই আদিম নেশায়

ভুলে গেছি–এ-জীবনে ছোট ছোট সুখ দুঃখ নিয়ে বাঁচা যায়।

পরমা

বারেবারে চমকে উঠি, সে আসেনি ; গোধূলির আলো
পশ্চিমে তির্যক হয়ে দেবদারু চুড়ায় দাঁড়ালো ।

মন যদি নিভে যায় তবুও গভীরে
রত্নের সন্ধানী চোখ বারে বারে আসে ঘুরে ফিরে
খুঁজে পায় টুকরো, ভাঙা, শৈশব সুদূর ;
আহত পাখির মতো শূন্যে কাঁপে যন্ত্রণার সুর।

নিজের দু'চোখে যদি মুকুরের রূপ মনে আসে
তবে কার শান্ত ছবি, কার অতলান্ত প্রেম ভাসে ?

নিশ্বাসে স্মৃতির সঙ্গ চেতনার দিগন্তে ছড়ালো
বারবারে চমকে উঠি, কে এসেছে, গোধূলির আলো ।

পাপ

একটি চাতক তার ধর্ম ভুলে কর্দমাক্ত দীর্ঘিকার জল
পান করেছিল, তাই আমি তাকে মৃত্যুহীন তৃষ্ণার আঙুলে
সামান্য শরীর ঘিরে পরিয়েছি অনন্তের কঠিন শৃঙ্খল
একান্তে রেখেছি তাকে এক রমণীর বুকে, বন্ধ দ্বার খুলে ।

সেই বন্ধ দ্বারে যেন বন্দী আছে নরকের তীব্র অন্ধকার

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভরে সেখানেই থাকি সেই ধর্মভ্রষ্ট পাখি
আমার খেয়ার নৌকো ঘুরে ঘুরে আসবে আর যাবে বারংবার
শস্যহীন প্রান্তরের মতো শুধু রাত্রিদিন সে রবে একাকী ।

সেই রমণীর স্তনে কখনো শিশুর মতো করবো বিষপান
আশঙ্কায় কেঁপে উঠবে তার দুই জঙ্ঘা আর ক্ষীণ কটিদেশ
এক হাতে মৃত্যু আর অন্য হাতে জীবনের লুণ্ঠিত সম্মান
নিয়ে, তাকে দেবো। আমি সুখ দুঃখ বিস্মৃতির নিবিড় আশ্লেষ ।

কান্নায় কান্নায় ভরে কাঁপবে পাখি, বেজে উঠবে কঠিন শৃঙ্খল
যখন সন্ধ্যার মেঘে বিদ্যুতের শিখা জ্বলবে, ঝরবে ধারাজল ।

পিপাসার ঋতু

আগুনের জিহ্বা এসে স্পর্শ করে যায়
উনিশের কুমারীকে ; তার চোখ ক্ষণকাল বিদ্ধ হয়ে থাকে যন্ত্রণায়
তারপর জ্বলে ওঠে আকস্মিক আলেয়ার মতো
এক টুকরো অন্ধকার পাখি হয়ে তার পাশে ঘোরে ক্রমাগত ।

পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলো রোদ্দুরের চেয়ে আরো তীক্ষ্ণ মনে হয়
স্মৃতির অসহ দুঃখ ছেলে দেয় প্রথম সংশয়।
একটি আলোর বিন্দু ঘুরে ফেরে ধমনীর রক্তের ভেতরে”
শৈশবের ভুলে যাওয়া পদ্মা আরও কীর্তিনাশ করে।
শরীরে মৃত্যুর স্বাদ–বুক জুড়ে উন্মাদ তুফান
আগুনের জিহ্বা এসে স্পর্শ করে, ভয়ে কাঁপে প্রাণ
এক টুকরো অন্ধকার পাখি হয়ে ঘোরে চারপাশে

আলেয়ার মতো চোখ জ্বলে উঠে মেলায় আকাশে ।

মেয়েটি কান্নায় ভরে অন্ধকার মাঠে ভেঙে পড়ে
প্রার্থনায় দীর্ণ হয়, অস্ফুট হাওয়ার মতো স্বরে :
হে দেব, তৃষ্ণার শান্তি, মুক্তি দাও এই তৃষ্ণা যুপকাষ্ঠ থেকে
বিশাল বাতাসে ছাওয়া মাঠে আমি তৃণে মুখ ঢেকে
উদ্ভিদ মূলের মতো মাটি থেকে চাই শান্তিরস
হে দেব, তোমার দানে পূর্ণ করো যৌবনের তৃষ্ণার কলস ।

তখন কবির কণ্ঠ প্রচ্ছন্ন আধার থেকে উচ্চারিত হয়,
হে কুমারী, শান্ত হও, অশ্রুজিলে লিখে রাখো অনেক বিস্ময়।
তোমার পিপাসা ঋতু জ্বলে জ্বলে দীর্ঘতর হোক
তোমার প্রাণের নাম দাহময় গ্রীষ্মের চাতক ।
পৃথিবীর মতো তুমি স্থির হয়ে থাকো প্রতীক্ষায়
প্রথম প্রেমের স্পর্শ নেমে আসবে আষাঢ়ের প্রথম বর্ষায় ।

প্রার্থনা

ঋজু শাল অশ্বত্থের শিকড়ে শিকড়ে যত ক্ষুধা
সব তুমি সয়েছ, বসুধা।
স্তব্ধ নীল আকাশের দৃশ্য অন্তহীন পটভূমি
চক্ষুর সীমানা-প্রান্তে বেঁধে দিয়ে তুমি
এঁকে দিলে মাঠ বন বৃষ্টি-মগ্ন নদী-তার দুরাভাস তীর
আমাকে নিঃশেষে দিলে তোমার একান্ত মৃদু মাটির শরীর।
আমার জন্মের ভোর সূযর্য-শরে আহত মাটিতে
প্রত্যহকে ধরে থাকা অবাধ্য মুঠিতে।

নিবির ঘুমের মৌন জীবনের অস্পষ্ট আভাসে
নিস্পন্দ অন্ধকারে মিশে যায়,-বর্ণ ভেসে আসে,
লাগে স্পর্শ-উষ্ণ হাওয়া, দেখি চক্ষু ভ'রে
সূর্যমুখীর মতো মেলে আছো সেই এক অপরূপ ভোরে।

আমারও আকাঙক্ষা ছিল সূর্যের দোসর হবো তিমির শিকারে
সপ্তাশ্ব রথের রশি টেনে নিয়ে দীপ্ত অঙ্গীকারে।
অথচ সময়াহত আপাত-বস'র দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত মনে
বর্তমান ভীত-চক্ষু মাটিতে ঢেকেছি সঙ্গোপনে।

দাঁড়াও ক্ষণিক তুমি স্তব্ধ করে কালচিহ্ন ভবিষ্যত অপার
হৃৎস্পন্দে দাও আলো-উৎসের ঝংকার।
নির্মম মুহূর্ত ছুঁয়ে বাঁচার বঞ্চনা স'য়ে স'য়ে
আমাকে স্বাক্ষর দাও নবীন যৌবন, সমারোহে।।

বিচ্ছেদ

তোমাকে দিয়েছি চিরজীবনের বর্ষা ঋতু
এখন আমার বর্ষাতে আর নেই অধিকার
তবুও হৃদয় জলদমন্দ্রে কাঁপে যেহেতু
চোখ ঢেকে তাই মনে করি শুধু ক্ষণিক বিকার।

আকাঙক্ষা ছিল তোমাকে সাজাবে বৃষ্টিকণা
মনে হবে তুমি আকাশের মতো দূর বহুদূর
তখন জানিনি বর্ষণে আছে কি যন্ত্রণা
বিচ্ছেদ আর লাগে না আমার তেমন মধুর।

তোমাকে দিয়েছি আমার প্রাণের বর্ষা ঋতু
এখন আমার বুক জুড়ে শুধু রৌদ্র দহন
কখনো কি আর সাগরে মরুতে বাঁধবে সেতু
মেঘ-যবনিকা ছিড়ে ফেলে তুমি খুঁয়ে যাবে মন ?

বিবৃতি

ঊনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উন্‌তিরিশে এসে
গর্ভবতী হলো, তার মোমের আলোর মতো দেহ
কাঁপালো প্রাণান্ত লজ্জা, বাতারে কুটিল সন্দেহ
সমস্ত শরীরে মিশে, বিন্দু বিন্দু রক্ত অবশেষে
যন্ত্রনার বন্যা এলো, অন্ধ হলো চক্ষু, দশ দিক,
এবং আড়ালে বলি, আমিই সে সুচতুর গোপন প্রেমিক।

দিবাসার্ধ পায়ে হেঁটে লিরি আমি জীবিকার দাসত্ব-ভিখারী
ক্লান্ত লাগে সারারাত, ক্লান্তি যেন অন্ধকার নারী।
একদা অসহ্য হলে বাহুর বন্ধনে পড়ে ধরা
যন্ত্রনায় জর্জরিতা দুঃখিনী সে আলোর স্বরূপে
মাংসের শরীর তার শুভক্ষণে সব ক্লান্তিহরা
মন্ডুকের মতো আমি মগ্ন হই সে কন্দর্প- কূপে।

তার সব ব্যর্থ হলো, দীর্ঘশ্বাসে ভরালো পৃথিবী
যদিও নিয়মনিষ্ঠা, স্বামী নামে স্বল্প চেনা লোকটির ছবি
শিয়রেতে ত্রুটিহীন, তবু তার দুই শঙ্খ স্তনে
পূজার বন্দনা বাজে আ-দিগন্ত রাত্রির নির্জনে।

সে তার শরীর থেকে ঝরিয়েছে কান্নার সাগর

আমার নির্মম হাতে সঁপেছে বুকের উপকূল,
তারপর শান্ত হলে সুখে-দুঃখে কামনার ঝড়
গর্ভের প্রাণের বৃন্তে ফুটে উঠলো সর্বনাশ-ফুল।

বাঁচাতে পারবে না তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বীরসিংহ শিশু
হবিষ্যান্নপুষ্ট দেহ ভবিষ্যের ভারে হলো মরণসম্ভবা
আফিম, ঘুমের দ্রব্য, বেছে নেবে আগুন, অথবা
দোষ নেই দায়ে পড়ে যদি-বা ভজনা করে যীশু।।

বুকে যে ঝর্ণার উৎস

বুকে যে ঝর্ণার উৎস সে কোন গভীরে
হারায়, অথবা কোন ভ্রান্ত মরুপথে
বৃষ্টির ফোঁটার মতো শূন্যে ঘুরে ফিরে
ফিরে যায় সায়াহ্নের জয়দৃপ্ত রথে ।

আমিও দেখিনি তাকে, নিজেরই মুকুর
মনে হয় ভেঙে ভেঙে ছড়িয়েছি ভুলে
কখনো নিভৃতে শুনি যে নির্বর সুর
চিরকাল অদেখা সে সিংহদ্বার খুলে

হৃদয়ের অন্ধকার সাতমহলায়
অনেক ঘুরেছি। আমি জোনাকির মতো,
দেখেছি স্বপ্নের নামে স্মৃতিতে হারায়
যা কিছু কৃপণ চোখে খুঁজি ক্রমাগত ।

বৃষ্টির ইতিহাস

আসন্ন আষাঢ় তাই রৌদ্র-প্রার্থী মন
মেঘের মলিন চিত্র বিষণ্ন আকাশে
ঝড় দিয়ে মুছে বলে, অত্যাগসহন
যে আমার চোখে আছে, তার অপ্রকাশে
মিথ্যে এই পৃথিবীর দিন রাত্রি বোনা
মিথ্যে মৃত্তিকার গর্ভে বীজের বাসনা।

কে তার দু'চোখে আছে ? আসন্ন আষাঢ়
নিরন্তর খোঁজে তাই শূন্যে বলে ডেকে
আমার যা কিছু ছিল সে ভালোবাসার
মৃত্যু হোক, যে তোমার হৃদয়ের থেকে
উদ্ভিদ শিশুকে হয়তো ছোঁয়াবে আকাশ–
আমার বর্ষণ হোক প্রার্থনার মতো
আমার আভাসে তার উজ্জ্বল প্রকাশ
দিকে দিকে ব্যাপ্ত হোক, আমি হই মৃত ।

ব্যর্থ

তুমি কথা বলো, তুমি গান করো, আমি
শুধু পাই যন্ত্রণা
তোমার শরীরে বর্ণবাহার
অথচ আমি যে পাইনে একটু কণা ;

নীল যৌবন আকাশে হারাবে, তাই বুঝি এই
চুপি চুপি দিন রাত্রির মন্ত্রণা।

অন্ধকারের পাখার ঝাপটে এই যৌবন
বর্তমানেই সঁপে দেবে মন ?
দুঃখ বাজবে, পরাভূত হবে
জানবে না তার দৃষ্টি অতীত কি যে গৌরবে
মুক্তি মূল্যে মগ্ন সুদূর প্রতীক্ষা পণ !

জানে না পৃথিবী এ ষড়যন্ত্রে তুমি
মৃত্যু না-হোক, দেবেই আত্মদান
ব্যথার শিহরে সারা অরণ্যভূমি
উন্মাদ হয়ে গাইবে ঝড়ের গান !

তুমি কথা বলো, তুমি গান করো,
আমি শুধু পাই যন্ত্রণা
তুমি রয়ে গেলে রূপের আড়ালে
হৃদয়ে পেলে না একটু আলোর কণা।
নীল যৌবন আকাশে হারালো, তাই বুঝি এই
চুপিচুপি দিন রাত্রির মন্ত্রণা।

মঞ্চ

নিত্যকার বাঁধা মঞ্চে ঘুরছে ফিরছে অসংবদ্ধ যুবা
তীক্ষ্ণ দীপ্ত তরবারি কোষে বুলিবে কখনো খুলবে না।
সর্বাঙ্গে পরের সাজ, শিরস্ত্রাণ ঝলসায়, নতুবা

সামান্যই টুকরো প্রাণী মঞ্চের বাইরে খুব চেনা ।

রানী নামে ডাকছে যাকে, সত্যকার রানী নয় জানে
সে জানাও অর্ধসত্য, চোখের পাতার ঠিক নিচে
দুলছে তীব্র নীলচে আলো, দু একটি নারীই শুধুসঙ্গে করে আনে
জন্মে জন্মে সে রহস্য, হেসে উঠছে যেন সব মিছে-
এই আলো, এই মঞ্চ, শুধু তার হাতের আঙুলে
ধরেছে হীরের ছুরি যুবকের বুকের সামনে তুলে ।

সাজঘরে সাজ খুলছে, যুবকটি দেখছে লোভী চোখে
কতটুকু দেখতে পাবে, সামান্য যা ঝলসাবে আলোকে ।
মুঘল রানীর বেশ খসে পড়লো, বাঁদিকের স্তনে কালো দাগ
যুবকেরই কীর্তিচিহ্ন-এ ছাড়াও বহু রাত্রি, বহু অনুরাগ
চিবুকে কাজল তিলে, জঙ্ঘায় মসৃণ কটিদেশে
নির্লিপ্ত নদীর মতো ছেয়ে আছে নিষ্ঠুর আশ্লেষে ।

যুবক বুজলো চক্ষু, চামেলি, একবার তুমি আমার হৃদয়
শতধা বিচ্ছিন্ন করো, ক্লান্তি লাগে, নির্জনতা ভয়
যেন রক্তে মিশছে এসে, আমাকে একটু রাখে উষ্ণতার কাছে,
এ যেন চামেলি নয়, চোখ খুললো, নিবিড় হিজল বনে রাত্রি থমকে আছে।

কে আলো নেভালো ? চিৎকার। কেউ নয় যুবকের ভ্রম
সবুজ আলোর রশ্মি কি আশ্চর্য মসৃণ নরম
রেশমের মতো সেই নগ্ন রমণীর দেহ ঘিরে
ছড়িয়েছে ছাোট ঘরে, যুবকের দিকে পিঠ ফিরে
নীলকণ্ঠ, শুনতে পাচ্ছে, এবার তোমার সাজ খোলো ।

সাজ খুলবো ? হাহাকার । কিছুই দেখি না অন্ধকারে

একবার হাত ধরো, চামেলি, মিনতি করি, বলো,
তোমার শরীর দেখলে কেন মনে হয় বারেবারে
তোমাকে ঘিরেছে যেন আঁধার সমুদ্র এক, অজস্র উত্তাল টলোমলো
আমার মৃত্যুর মতো। অথচ আমিই যদি সম্রাটের এই সাজ খুলি
নীলকণ্ঠ মজুমদার বের হবে-সকলেই দেখাবে অঙ্গুলি,
ঐ সেই লোকটা যাচ্ছে-নাট্যকার, নারী কিংবা মদ
বাঁচিয়ে রেখেছে যাকে, ভোগ করছে। পরের সম্পদ ।

নকল সাজেই বুঝি বাঁচতে হবে, অন্ধকারে এ অরগাহনে
জীবন বিস্বাদ লাগে, সমুদ্রের চেয়ে আরো লোনা।
তুমি রোজ সাজ খোলো, আমি দেখি, ভাবি মনে মনে
কালকের নাটকে হয়তো মৃত্যুদৃশ্যে আমি আর বেঁচেই উঠবে না।

মিনতি

থিরথিরিয়ে কাঁপতে থাকুক ভীরু দীপের শিখা
আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাক সে শুয়ে,
একা ঘরের প্রতীক্ষিতা, আকাশ-কনীনিকা ।

দিঘির মতো শরীর তার নরম জলে ভরা
ব্যথার দাগ যদিও আঁকে প্রেমিক কাপুরুষ
সওদাগর ভৃত্য এক বাঁচার ভয়ে মরা।

ঝড় দিসনে, আকাশ, তবু বিরহিণীর ঘরে

আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাকুক শুয়ে
ঝিকমিকিয়ে উঠুক কেঁপে ভীরু দীপের শিখা

প্রেমিক যেন নেভায় এসে একটি দ্রুত ফুঁয়ে ।

যদি কোনোদিন

যদি কোনোদিন একা তুমি যাও কাজলা দিঘিতে
যখন বিকেল আসন্ন শীতে মন্থর-বেগ,
দেখবে কত না রহস্য আছে এই পৃথিবীতে
কত স্বল্পের অচেনা আকাশ ছায়াময় মেঘ ।

দেখবে সেখানে বনের বর্ণ মহা সমারোহে
শব্দে মিশেছে। নদীর জোয়ার বাতাসের গানে
বিকেলের ঘ্রাণ ঘুমের মতন অপরূপ মোহে
ছড়াবে তোমার চোখের মৌনে–অস্ফুট প্রাণে ।

তুমি ভুলে যাবে আপন স্বরূপ, ভাববে আকুল
এ শরীর, মন, আভাস-উদাস-দু' চোখ এ কার ?
এ কার আকাশ, পাখি, মেঘ, বন, নতুন মুকুল
এতদিন পরে তোমার হৃদয়ে কোন্ ঝংকার।

যদি কোনোদিন একা তুমি যাও কাজলা দিঘিতে
হয়তো আবার বাঁচতে চাইবে এই পৃথিবীতে।

রাত্রি

একটি পাগল অন্ধকারকে বলে
আমাকে ভোলাও তোমার মোহিনী ছলে ।

এই বলে শেষে নিজেই সে গেল মিশে
অন্ধকারের আকণ্ঠ ভরা বিষে ।

সহসা আকাশ মেঘেতে ঢাকলো মুখ
বৃষ্টি ধারায় অঝোরে ঝরালো কেঁদে
আহত বাতাস উদাস করলো বুক
ঝড়কে রাখলো বনের শিখরে বেঁধে ।

স্তব্ধ আঁধারে কিছুই যায় না দেখা
হে আকাশ তবু ঊষার হৃদয় জ্বলো
কোথায় গেল সে দৃষ্টি-পাগল একা
খুঁজতে সে কোন আঁধার পারের আলো ।

শেষ প্রণয়

এ কোন নতুন আলো পুঞ্জ পুঞ্জ ছড়ানো আকাশে ?
কুয়াশার গন্ধলীন সবুজ প্রত্যুষ ঘাসে ঘাসে
পদ্ম পদতল ছুঁয়ে একটি রমণী এসে থমকে দাঁড়ালো
সমস্ত আকাশ জুড়ে অফুরান প্রতীক্ষার আলো ।

–ফিরে যাও হেরমণী, আপনি আঁচলে ঢেকে মুখ ।
সামান্যের বাসনায় তাকে পেতে হয়ে না। উন্মুখ ।
সে থাক আপনি দুর্গে অন্ধকারে স্বেচ্ছ নির্বাসিত
তোমার আশ্বাসে যেন হরিণের মতন চকিত ।

–ফিরে যাও হেরমণী, ফিরে যাও বিচ্ছেদগৌরবে
দুর্লভ জয়ের গর্বে একদা সে প্রজ্বলিত হবে

পুরুষের দুই হাতে দিন রাত্রি নিয়ে অবহেলে
অগ্নিদগ্ধ শুভ্র প্রেম সে তার দু'চোখে দেবে জ্বেলে ।

রমণী ভোরের মতো, স্থির হয়ে থাকে প্রতীক্ষায়
চক্ষে ওষ্ঠে স্তনযুগে শরীরের প্রতিটি রেখায়
আকাঙক্ষার তীব্র আলো-সে আলোয় সে আগুনে এসে
ব্যর্থ হল সে পুরুষ, নিজেকে জ্বলিয়ে নিঃশেষে ।

সপত্নী

তুমি কবিতার শত্রু-কবিতার মদির সৌরভ
মুহূর্তেই মুছে যায়-তুমি এলে আমার এ ঘরে
থাকে শুধু যৌবনের যন্ত্রণার তীব্র অনুভব
বৃষ্টির মতন ঝরে অন্ধকার-সমস্ত অন্তরে।
আমাকে নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন করে নাও তুমি এসে
সমস্ত পৃথিবী থেকে তোমার আপনি পৃথিবীতে
নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে সাধ হয় ভালোবেসে
কবিতার শেষ শিখা মুছে যায় কখন নিভৃতে।

তুমি চলে গেলে দূরে সূর্যমুখী উষার মতন
ফিরে আসে অন্য সখী, কবিতা, আমার এই ঘরে
শূন্যের আশ্রয় থেকে তুলে নেয় মায়াবী সংসার ভীরু মন
সে আমার যন্ত্রণাকে আনন্দের স্বাদে সিক্ত করে।
কাব্যের সপত্নী তুমি, তুমি তাকে চাও না অন্তরে
সে তবু আমার মনে তোমারই স্বপ্নের মূর্তি গড়ে।

সপ্তপদী এবং আরো এক লাইন

এত ছাোট হাতে কি করে ধরেছ বিশ্ব
কি করে নিজেকে সাজালে আকাশী নীলে ?
অথচ আমি যে কত দীন কত নিঃস্ব
শুধু লুকোচুরি খেলেছি কথার মিলে ।

তোমার স্বপ্ন, সুখের অমরাবতী
আমার হৃদয়ে অতল অন্ধ পাতাল,
তবুও দুজনে মিল হলো সম্প্রতি–

ফর্সা দেয়ালে শিকারী-কীটের জাল।

সময়

বিষণ্ণ সন্ধ্যার জাল তোলে এক নীরব শিকারী
চেয়ে দেখে সব পাখি হয়েছে উধাও
দু একটি বৃন্তকরা আলোর পালক থাকে, তাও
হাত পেতে চেয়ে নেয় রাত্রির ভিখারী ।

শূন্য মনে ফিরে যায়। ব্যর্থতার, দু’ চোখের কালো
বন্যার শব্দের মতো দিগন্তে ছড়ায়
নিঃসঙ্গ অরণ্য থাকে যন্ত্রণায় স্তব্ধ প্রতীক্ষায়
কখন হৃদয়ে বেঁধে বর্ণচোরা আলো ।

শুকনো পাতায় ভাঙে ঘুমহীন পাণ্ডু নীরবতা

জোনাকিরা মগ্ন হতে চায় ভিজে ঘাসে
মৃগ শিশু বুকে নিয়ে জেগে থাকে রাত্রির দেবতা
ধূসর রুগ্‌ণ জ্যোৎস্না মেলায় আকাশে ।

নিশ্চিত ভোরের সূর্য অকরুণ, ক্লান্তিহীন মুখে
ছড়ায় জটিল জাল জীবনের মতো
অনেক বাতাস কাঁপে ঘুমভাঙা শুন্যতার বুকে
আবার সকাল, দিন, সব ক্রমাগত ।

আবার সন্ধ্যার জাল তোলে এক নীরব শিকারী
জানা আছে সব পাখি হবেই উধাও ।
যা কিছু আলোক থাকে ক্লান্তি দিয়ে তাও
হারায়, জানে না ক্রমে নিজেও সে হয়েছে। ভিখারী ।

সমর্পণ

ফিরে এলাম, হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি
এখানে এই কিশোর তৃণ, ধূলিতে গড়া স্বর্গে-
সামান্যের মায়ায় আমি নিজেকে দেবো অর্ঘ্য ;
সেই আমার ভালোবাসার, প্রাণের সংক্রান্তি ।

ঘুমের দেশ ছেড়ে এলাম তোমার মহারাজ্যে
তোমার চোখ আলোকময়, মুছে দিলাম ক্লান্তি,
দুহাতে ছিঁড়ে মুহূর্তের কত না ফুল সাজ যে
ফিরে এলাম হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি ।

বাতাসহীন অরণ্যের জীবন নিঃশব্দ

সাগর-ঢেউ যৌবনের মিথ্যে দুরাকাঙক্ষা–
আত্রা মতো চক্ষে জ্বালে বিচ্ছেদের শঙ্কা,
অকস্মাৎ তোমাকে পাই যেন আকাশলব্ধ ।

তোমার হাতে তুলা দিলাম এওদিনের ক্লান্তি
এবার পাবো দিনের স্বাদ রাতের হিমস্পর্শ
আমাকে দাও দুঃখ, দাও দুঃখময় হর্ষ
তোমাকে জানি, হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি ।

সমুদ্র এবং মধ্যবয়স

সমুদ্রে সে ডুবেছিল, সমস্ত যৌবন-কাল, রত্নের সন্ধানে–
রত্ন নয়, পেয়েছে সে বুক ভরে নীল অন্ধকার
বরং সমুদ্র-স্বাদ কয়েকটি শিশির-বিন্দু ছিল তার প্রাণে
দু'চোখে নীলের নেশা, যৌবনের দৃপ্ত অহঙ্কার।

যদিও সময় ছিল বাউলের মতো তৃপ্তিহীন
পার্থিব আলোয় খুঁজে জীবনের বিস্ময়ের ভাষা
সামান্য স্বপ্নের মতো, চেয়েছিল, শোধ করে মুহূর্তের ঋণ
বিষের মতন তীব্র যুবতীর স্থির ভালবাসা ।

তারপর একদিন চুলের বাদামী রঙে চুপে চুপে মিশে
বণিকের রূপ ধরে সময় দাঁড়ালো তার কাছে
লাভ ক্ষতি হিসেবের দিকে শুধু চেয়ে নির্নিমেষে
দেখলো সমস্ত ঋণ ভবিষ্যৎ-গর্ভে জমে আছে।

রক্তে আর তেজ নেই, দু'চোখে সমুদ্র আরো গভীর অতল,

জলের নেশায় ডুবে-সে শুধুই পেলো অশ্রুজল ।

সহজ

কেমন সহজ আমি ফোটালাম একলক্ষ ফুল
হঠাৎ দিলাম জ্বেলে কয়েকটা সুর্য চাঁদ তারা
আবার খেয়াল হলে এক ফুঁয়ে নেভালাম সেই জ্যোৎস্না
(মনে পড়ে কোন্ জ্যোৎস্না?) নেভালাম সেই রোদ (তাও মনে পড়ে?)

নিন্দুকে নানান কথা আমাকে দেখিয়ে বলবে, বিশ্বাস করো না।
হয়তো বলবে শিশু কংবা নির্বোধ অথবা
ম্যাজিকওয়ালা- ছেঁড়া তাঁবু ফাটা বজনা, নানান সেলাই
করা কালো কোর্তা গায়ে লোকটা কি মরণ খেলা
খেলাচ্ছে আহা রে ঐ মেয়েটার চোখে,
দর্শক ভুলছে না, হাসছে; আহা, শুধু অবঝ মেয়েটা
মায়ার ওষুখে ভুগছে; বিশ্বাস করো না।

দেখরে নিন্দুক দেখ, বামহাতে কনিষ্ঠ আঙউলে
ত্রিজগৎ ধরে আছি কেমন সহজে,
আমাকে অবাক চোখে দেখছে চেয়ে অন্ধকার, সমুদ্র, পাহাড়
শুধু কি তোরাই ভুললি বিস্ময়ের ভাষা!
আমার বাড়িতে আসবি, দেখবি সে কি আজব বাড়ি?
মাথার উপরে ছাদ-চেয়ে দেখ, চারদিকে, দেয়াল রাখিনি,
তোরাই দেয়াল ঘেরা, বুকে স্বপ্ন, শ্লেষ্মা নিয়ে চিরকাল থাকবি
সাবধানে আঙুলে বয়স গুণে-শখ করে সে দেয়ালে নানা ছবি এঁকে
আমার বাড়িতে দেখ অনুগত ভৃত্যের মতন

নানান জাতের হাওয়া ঘুরছে ফিরছে, ঝুল ঝাড়ছে ছাতের কার্নিসে।
নানান রঙের টান দিয়ে দেখছে, ব্যস্ত দিন রাত।
আমি বসে ছবি আঁকছি দেয়ালবিহীন ঘরে মেয়েটির চোখে
বাইরের ছবির চেয়ে চোখের মণিতে ছবি কেমন সহজ!

তোরাই নির্বোধ শিশু, ফিরে যা নিন্দুক-
আমাকে ম্যাজিকওয়ালা বললে তুমি বিশ্বাস করো না।।

সাপ

কুসুমে ছিল সবুজ সাপ সে এক সন্ধেবেলা
তখন আমায় ছুঁয়েছে লোভ-অসীম দুর্জয়
চক্ষু দুটি অচেনা তারা, হৃদয়ে বিষজ্বালা,
হাওয়ার তোড়ে দুললো সাপ পরম নির্ভয়
মৃত্যু হলো স্বয়ম্বারা, আমি পেলাম মালা

রাত্রি নামে ঈগল এক, ইচ্ছা পারাবত
যে হাতে ছিল ফুলের সাধ-এখন তাই ভয়
লুকোয় সেই বাসনা-পাখি ; সারা আকাশপথ
ডানায় ঢাকে রাত্রি তার দু' চোখে সংশয়
আমি তখন বিষের ঘোরে খুঁজি ভবিষ্যৎ ।

কত রঙের কত কুসুম হাতের কাছে জমা
মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ি, পায়ের কাছে শীত
আহা কি রূপ সাপের চোখে জানিনি প্রিয়তমা
এতকাল যে বেঁচে ছিলাম, এখন সম্বিৎ

হারায় তাই-তোমাকে দিই চিরকালের ক্ষমা ।

স্বর্ণলতা

আমার উপমা নয়-আমি তাকে চাইনি মেলাতে
শীত এসে ছুঁয়ে দিল-দেবদারুর গায়ে স্বর্ণলতা
কুঁকড়ে গেল নিজে নিজে মুমূর্ষর চোখে, মধ্যরাতে ;
আমার উপমা নয়, শীত তো শোনে না করো কথা
নিশ্বাসে ছড়ায় বিষ, সময়ের মতো ক্রুর হাতে
মাটির গর্ভেতে রাখে বীজের নিজস্ব নীরবতা ।
আমি তাকে তুলে দিইনি, আমি শুধু চাইনি জড়াতে
আবার দেবদারু গাছে ; মাটিতেই করলে স্বর্ণলতা ?

নিজের উপমা নয়, তবে কার স্বরূপে মেলাবো ?
প্রেয়সীর নাম বলবো, সে হয়তো ঘুমন্ত এখন
একলা ঘরে, বিন্দু বিন্দু ঘামে মুখ ঈষৎ রক্তাভ,
স্রস্ত বেশ, নিশ্বাসের সঙ্গে দুলছে দৃঢ় দুটি স্তন ;
আমি তো এখনি তাকে, ইচ্ছে হলে দুই হাতে পাবো।

শীত কি ছুঁয়েছে তাকে, দেবদারুতে দুলছে নির্জন ?